সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
কে. এম. সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল জব্বার
ও মোঃ আমিরুল হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
জেসমীন আরা, ডিজিএম
রুবেল আহমেদ, এজিএম
মোঃ আনোয়ার কামাল, এসপিও
উষাতন চাকমা, এসও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

আধুনিক ডিজিটাল সেবাসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং সেক্টরে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করতে ব্যাংকের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অঞ্চলভিত্তিক প্রতিটি শাখার ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কাজ করার কারণে স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের মুখ দেখছে ব্যাংকটি। জনতা ব্যাংক চলতি বছরের অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনীতে প্রায় সমস্ত সূচকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিকতর ভালো করতে সমর্থ হয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিদ্যমান কঠোর লকডাউনের মধ্যেও সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকটি এর সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গ্রাহকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জনতা ব্যাংক এর প্রোডাক্ট ডিজাইনে আধুনিকায়নসহ বৈচিত্র্যপূর্ণ মার্কেটিং কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব প্রদান করছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকটি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রসরমান ধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং সময়োপযোগী গ্রাহকসেবা প্রদানে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

সার্বিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি দেশের অন্যতম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং চ্যানেলের প্রতিটি স্তরে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়েও কাজ করছে জনতা ব্যাংক। শুধু মুনাফা অর্জনকে অবলম্বন করে নয়, জনতা ব্যাংক জনতার ব্যাংক হিসেবে বরাবরই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেবায় নিবেদিত।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রযাত্রা সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৮ম বর্ষ | ২য় সংখ্যা | জুন ২০২১

জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

১০ জুন ২০২১ তারিখে জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ৪৮ মতিঝিলস্থ কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল) পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান। উল্লেখ্য, করোনা মহামারিতে গত বছর ৬৬ দিন বন্ধ ছিল দেশের পুঁজিবাজার। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ কোম্পানির ব্যবসায়িক অবস্থা মন্দ হলেও জেসিআইএল-এর চিত্রটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। ২০২০ সালে কোম্পানি নিট মুনাফা অর্জন করে ১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

সভায় হোল্ডিং কোম্পানি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ছাড়াও কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ, কোম্পানির সিই শহীদুল হক এফসিএমএ-সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের টাস্কফোর্স সভা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চলতি বছরের ২য় টাস্কফোর্স সভা ৩ জুন ২০২১ তারিখে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জসীম উদ্দিন ও মোঃ আব্দুল জব্বার, সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও শাখাব্যবস্থাপকগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। এমডি অ্যান্ড সিইও ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ নিয়মিতকরণ, নগদ আদায় ও স্বল্প সুদের আমানত বৃদ্ধি, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ভালো গ্রাহক নির্বাচনপূর্বক নতুন ঋণ বিতরণ, কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রদত্ত ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রাসহ জুন ২০২১- এর সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

বিভাগীয় কার্যালয়: চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী বিভাগীয় কার্যালয়ের শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ১৬ জুন ২০২১ তারিখে পৃথক পৃথক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ আসন্ন অর্ধবার্ষিক হিসাব সমাপনী উপলক্ষ্যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল জব্বার ও সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়-এর শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২৩ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। তিনি বলেন, শাখার আমানত সংগ্রহ, সিএমএসএমই-এসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লোকসানী শাখা হ্রাস এবং শ্রেণিকৃত ঋণ আদায়সহ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল জব্বার ও সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ-সহ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও শাখাব্যবস্থাপকগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, ঢাকা-পূর্ব

১৩ জুন ২০২১ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস ঢাকা-পূর্ব এর আওতাধীন শাখাসমূহের 'শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২১' ডিজিএম মোঃ আবদুল মতিন শেখের সভাপতিত্বে এরিয়া অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের ঢাকা-দক্ষিণ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সাইফুল আলম সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের জিএম মোঃ মাহবুবর রহমান, অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিভিশনের জিএম মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী এবং ক্রেডিট ডিভিশনের জিএম মোঃ মাসফিউল বারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ

জনতা ব্যাংক রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহীতে ২১-২২ জুন ২০২১ তারিখে সান্ধ্যকালীন ২ দিন ব্যাপী 'Credit Risk Management- Evening' শীর্ষক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৬২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনীসহ একটি সেশন পরিচালনা করেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। অতিথি বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ডিএমডি মোঃ আব্দুল জব্বার, স্টাফ কলেজ ঢাকার জিএম কাজী গোলাম মোস্তফা। কোর্সে ভার্চুয়ালি আরও যুক্ত ছিলেন জিএম মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, ডিজিএম তাপস কুমার মজুমদার, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এজিএম মোঃ জাহিদুল আলম ও মোঃ নুর আলমসহ অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

জনতা ব্যাংকে ইনোভেশন নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ

১৬ জুন ২০২১ তারিখে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ইনোভেশন কার্যক্রমের নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপ আরপিএস ডিপার্টমেন্টে জনতা ব্যাংক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে উদ্ভাবনী বিষয়ে নলেজ শেয়ারিং ও মতবিনিময় করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা রাখায় ব্যাংকের ৩ জন কর্মকর্তাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। রিসার্চ প্ল্যানিং ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চিফ ইনোভেশন অফিসার ও আইসিটি ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নূরুল ইসলাম মজুমদার, আরপিএস ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক জেসমীন আরা, এমআইএসডি-এর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুব হোসেন এবং জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের উপমহাব্যবস্থাপক নুপুর কুমার কুন্ডুসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ নলেজ শেয়ারিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যবিধি না মানলে
মৃত্যুঝুঁকি আছে

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোঃ আসাদুজ্জামান
জেনারেল ম্যানেজার
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পূর্বে প্রকাশের পর-

৫.৭. এসডিজি ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (Affordable & Clean Energy)

শক্তির উৎস জ্বালানি। জ্বালানির ব্যবহারই হলো সকল উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির Fuel। কিন্তু এই জ্বালানির অবাধ ব্যবহার টেকসই উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। গৃহস্থালি জ্বালানি থেকে শুরু করে রকেট উৎক্ষেপণের জ্বালানি সবই বিশ্ব পরিবেশ ও ক্লাইমেটের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একাট্টা হয়ে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহার করাকে টেকসই উন্নয়নের অন্যতম গোল হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

জ্বালানি হিসেবে বহুকাল যাবৎ খনিজ কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, বনজ কাঠ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ বিশ্বময় অবাধে ব্যবহার হচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে , একই সাথে বায়ুমণ্ডলের দূষণসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার তাগিদে নবায়নযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি ব্যবহারের দাবি উঠেছে।

শিল্পজ্বালানি বাতাসে কার্বন নিঃসরণ করে। বাতাসে নির্গত কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ধ্বংস করে ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে। কয়েকটি দেশের কার্বন নিঃসরণের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম	দেশ	মাথাপিছু	মোট কার্বন
১	যুক্তরাষ্ট্র	১৬.৫৬ টন	৫.৪১ জিটি
২	অস্ট্রেলিয়া	১৫.৪০ টন	১৬.৯২ জিটি
৩	কানাডা	১৫.১০ টন	০.৫৭ জিটি
৪	নেদারল্যান্ডস	৯.৯ টন	০.১৭ জিটি
৫	জাপান	৯.৫ টন	১.২১ জিটি
৬	জার্মানী	৮.৯ টন	০.৭৫ জিটি
৭	চীন	৭.৫০ টন	১০.০৬ জিটি
৮	বৃটেন	১০.০০ টন	০.৬৮ জিটি
৯	ইন্ডিয়া	১.৭ টন	২.৬৫ জিটি
১০	বাংলাদেশ	০.৫৬ টন	০.৮৯ জিটি

৫.৮. এসডিজি ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent Work & Economic Growth)

গত দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশ। উর্ধ্বমুখী পরিবর্তনের পথ ধরে গড়পড়তা ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় (২০১৫-১৮) প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের উপরে পৌঁছায় এবং এর সঙ্গে নিম্নগামী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যুক্ত হয়ে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। এটি হচ্ছে একেবারে গোড়াতেই এসডিজির প্রধান লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। এটা উৎসাহব্যঞ্জক, কর্মজীবী মানুষের মাথাপিছু জিডিপি হিসেবে ২০২০ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭ সালেই অর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের হিসাবকৃত বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে এবং যুক্তিযুক্তভাবে অনুমান করা যায়, বেকারত্বের হার অদূর ভবিষ্যতেও এ মাত্রায় থাকবে। কর্মসংস্থানযুক্ত প্রবৃদ্ধির হার অর্জনে সরকার পরিকল্পনা প্রনয়নে জোর দিচ্ছে।

এসডিজি ৮ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো: শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধিষ্ণু অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি বেকারত্ব, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার গরমিল, শ্রমবাজারে নারীদের কম অংশগ্রহণ (মাত্র ৩৬.৩ শতাংশ), বৈদেশিক সম্পদ বিশেষত বৈদেশিক বিনিয়োগের নিম্নপ্রবাহ এবং এসডিজি'র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি না পাওয়া।

৫.৯. এসডিজি ৯: অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো, টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবন (Industry, Innovation & Infrastructure)

দেশের উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান সর্বাধিক। বাংলাদেশের জিডিপি'র এক তৃতীয়াংশ আসে শিল্প খাত হতে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মধ্যদিয়ে নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি ও স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে শিল্পখাত অপরিহার্য। দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও শিল্পখাতের অবদান।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পখাত আরএমজি ও টেক্সটাইল, পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প প্রভৃতি। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এসব শিল্প শ্রমঘন এবং শ্রমবাজারনির্ভর এটাই আমাদের ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। দেখার বিষয় হলো দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে এই শ্রমঘন শিল্পব্যবস্থা টেকসই কিনা বা কতদিন স্থায়ী হবে। বিশ্ব ধীরে ধীরে মেধাভিত্তিক শিল্পের দিকে যাচ্ছে। মেধাভিত্তিক শিল্প প্রসারে শ্রম ও শ্রমিকের প্রয়োজন হ্রাস পাচ্ছে। Cost of Doing Business হ্রাস ও নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন হচ্ছে। মানুষ শ্রমিকের পরিবর্তে রোবট শ্রমিক কাজ করছে। স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রিজের ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে। নিবিড়-শ্রম নির্ভর আরএমজি সেক্টরে একজন মানুষের তুলনায় একটি রোবট শ্রমিক ৬০০ গুণ কিংবা তারও বেশি দ্রুত কাজ করতে পারছে। ফলে আমাদের প্রধান শিল্পখাতগুলো আগামীর চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা পূরণে উপযোগিতা হারাবে। একারণেই শিল্পখাতে অটোমেশন ও ইনোভেশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশেও শিল্পায়নে নতুন নতুন উদ্ভাবন চিন্তা দৃশ্যমান হচ্ছে। Software Industry ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। PATHAO নামীয় ছোট্ট একটি ডেলিভারি প্রকল্প ধীরে ধীরে শিল্পের রূপ নিচ্ছে। 10 Minutes School সম্পূর্ণ ডিজিটাল ধারণার শিক্ষণ পরিকল্পনা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। কল সেন্টার শিল্প বিকাশ লাভ করছে। তথাপিও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিল্প অবকাঠামো ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নতুন নতুন উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক।

৫.১০. এসডিজি ১০: অসমতা হ্রাস (Reduced Inequalities)

ধনী-দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, জেন্ডার ইস্যু প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা বিশ্বব্যাপী অনুভূত সমস্যা। এই অসমতা বহাল থাকলে পৃথিবীতে টেকসই উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই একটা দারিদ্র্যবান্ধব উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে আসছে, যার মূল উপাদান একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, অন্যদিকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস। যদিও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে দারিদ্র্য হ্রাসও ঘটেছে, কিন্তু এগুলো ক্রমাবনতিশীল আয়বিন্যাসকে সংগতিপূর্ণ করতে সমর্থ হয়নি। অতি সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে, আয়বৈষম্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভোগবৈষম্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল পর্যায়ে আছে (এইচআইইএস ২০১৬)। ভোগ ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি বস্তুনিষ্ঠ অসমতার প্রতিফলন। এই ইস্যু নিয়ে কাজ করার চ্যালেঞ্জও অনেক বড়। তবু সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে বিরাজমান অসমতার অভিশাপ দূর করেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১১. এসডিজি ১১ : টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities & Communities)

সব শহরের প্রধান সমস্যা একটাই। আর তা হলো গৃহায়ন সমস্যা। আরও দেখা যায়, শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ একেবারে ক্ষণস্থায়ী কাঠামোতে বাস করে। ২৯ শতাংশ বাস করে আধা স্থায়ী কাঠামোতে। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে শহুরে জনসংখ্যার সিংহভাগের বাসস্থান নিম্নমানের গৃহায়ন কাঠামোতে আবদ্ধ।

শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ব্যাপক মাত্রায় পরিবহণ সেবার চাহিদা বৃদ্ধি ঘটছে এবং যান্ত্রিক কিংবা অযান্ত্রিক যানবাহনের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। তীব্র যানজটের কারণে শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন ৩ দশমিক ২ মিলিয়ন কর্মঘণ্টা হারিয়ে যায় বলে ধারণা করা হয় (বিশ্বব্যাংক-২০১৮)।

এসকল সমস্যা মোকাবেলায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বর্তমানে অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে ও হচ্ছে। জনগণ এর সুবিধাও পেতে শুরু করেছে।

নগরীর পার্কসমূহের আধুনিকায়ন, বিস্তার, সবুজায়ন প্রচেষ্টায় নগর কর্তৃপক্ষকে আরও কাজ করতে হবে। কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, শিশুদের খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিনোদন সামগ্রী বৃদ্ধি, বেহাত হওয়া খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার ও সংস্কার জরুরি। এসব বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ রয়েছে তবে তা সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

৫.১২. এসডিজি ১২ : পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন (Responsible Consumption & Production)

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনে এ উদ্ধৃত আছে 'নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই' (সুরা বনী ইসরাইল; আয়াত ২৭)

অন্য সকল ধর্মেই অপচয় করা 'অপরাধ' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক মহামতি Socrates (469-399 B.C.E) এর একটি উক্তি ছিল 'How many things can I do without.'

বিশ্ব সভ্যতা অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ভোগবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২ নির্ধারণের মধ্য দিয়ে।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে যে, ৫০ বছর আগে পৃথিবীতে যা উৎপাদন হতো এখন তার ৩ গুণ উৎপাদন হয়। আবার ৫০ বছর আগে মানুষ যা ভোগ (Conjumption) করতো এখন তার ৩ গুণ ভোগ করে। উদ্বেগের বিষয় হলো বর্তমানে বিশ্বে যা উৎপাদন হয় মানুষ তার ১২০% ভোগ করে। বিশ্ব অর্থনীতির সূচকে এই অতিরিক্ত ২০% ভবিষ্যৎ থেকে ধার করে, অন্য কথায় বলা যায় যে ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে।

আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অপচয়ের কিছু নজির নিচে উল্লেখ করা হলো:

➢ আমরা কোনো দাওয়াতে গেলে বা কোনো বুফে লাঞ্চ বা ডিনারে অংশ নিলে 'যত খুশি' পরিমাণে খাবার প্লেটে উঠাই কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সম্পূর্ণভাবে খাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তা প্লেটে উচ্ছিষ্ট রেখেই আমরা উঠে পড়ি। খাবারটি নষ্ট বা অপচয় হয়। অতি ভোজনে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, নষ্ট খাবার ফেলে দেয়ার পর তা পরিবেশ দূষণ করে।

➢ এমনিভাবে আমাদের বাসা-বাড়ি বা রেস্তোরাঁয় অহরহ খাবার অপচয় হয় এবং তার ফলে পরিবেশও নষ্ট হয়। পরিসংখ্যান বলে পৃথিবীর উৎপাদিত খাবারের তিন ভাগের এক ভাগই নষ্ট হয়। অথচ পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ দুই বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। এখানে আমাদের দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন নয় কি?

➢ নানান ভাবে খাদ্যদ্রব্য অপচয় হয়: ফসল বা ফল সংগ্রহকালে জমিতে/বাগানে, পরিবহণের সময়, মজুদকালিন গুদামের অব্যবস্থাপনায়, বিক্রয় বিলম্বের কারণে দোকানে, ভোক্তার বাড়িতে, ফ্রিজে, রন্ধন প্রক্রিয়ায় এবং খাবারের টেবিলে প্রায় সকল পর্যায়েই খাদ্যের অপচয় হয়। দেশের ক্ষুধাপীড়িত মানুষের কথা ভেবে একটু সচেতন হলেই আমরা এসকল অপচয় অনেকাংশেই রোধ করতে পারি।

➢ মাছ-মাংস, ফলমূল, শাকসবজি তরতাজা রাখার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীরা ফরমালিন, কার্বাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে থাকে। এতে খাদ্যবস্তু দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হওয়া ছাড়াও ব্যাপক মাত্রায় অপচয় হয়।

➢ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে হাল ফ্যাশনের উন্মাদনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়। এগুলোর বেশির ভাগ অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ঘরে থাকায় গৃহ পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং এক সময় পোষাকগুলোও বিনষ্ট হয়। ক্রয়ের আগে যদি ভাবা হয় 'প্রয়োজন আছে কিনা' কিংবা ক্রয়ের পরে পূর্বের পুরাতন পোষাকগুলো দান করে দেওয়া যেতে পারে। এটাতে শুধু পোষাকের অপচয় বা অর্থের অপচয় তাই নয় বিশ্বব্যাপী এগুলো তৈরির কাঁচামাল প্রাকৃতিক উৎস থেকেই আসে। পরিসংখ্যান বলে শুধুমাত্র টয়লেট টিস্যু তৈরির জন্য প্রতিবছর ২৭০০০টি গাছ কাটার প্রয়োজন হয়। কাগজের চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর বিশ্বে অন্তত ১ কোটি গাছ কেটে ফেলতে হয়।

➢ ফ্লোরেসেন্ট লাইট ব্যবহার না করে এলইডি বাল্ব ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।

➢ পেট্রোলের বদলে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কিংবা সিএনজি ব্যবহার করলে ব্যয় কমে, পরিবেশ বাঁচে।

➢ কোনো পোষাক, মোবাইল ফোন সেট কিংবা গাড়ির মডেল পরিবর্তনের সাথে সাথে কিংবা সামান্য পুরাতন হয়ে গেলেই এমনকি চলতে চলতে দেখে পছন্দ হয়ে গেলো অতএব নতুন একটা ক্রয় করা চাই। একে বলে Impulse Buying– হুজুগে ক্রয় করে এরা পুরাতনটা রেখে দেয়। এর ফলে এগুলো এক সময় নষ্ট হয়। ফেলে দেওয়া কিংবা ডাম্পিং-এর ফলে নাগরিক পরিবেশ, সামুদ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হয়। উৎপাদনে কাঁচামাল ব্যবহারের কথা বাদ দিলেও খেয়াল করার বিষয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় বা ব্যবহারের এই প্রবণতা উৎপাদনকালে কাঁচামাল সংগ্রহে এবং বিক্রয়কালে বাজারে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। অন্য দিকে ক্রয় ক্ষমতার অভাবে বিপুল জনগোষ্ঠী প্রযুক্তির ব্যবহার হতে বঞ্চিত থাকে।

পরিশেষে জাপানের একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। জাপানের নাগরিকদের অনুসৃত নীতির মধ্যে Impulse Buying এর প্রবণতা নাই। কোন কিছু ক্রয় করার আগে তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করে 'আমার কি এটা প্রয়োজন? আমি কি এটা ছাড়া চলতে পারি না?'

৫.১৩. এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action)

বিশ্বজুড়ে শিল্পায়ন হয়েছে। কারখানা নির্মাণ হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবেশ (World Climate) দূষণ হয়েছে, সমুদ্র সমতল (Sea Level) উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ২০০০-২০১৭ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৬ বার পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণায়নের ফলে জমাট বরফ গলে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলের দেশ পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তন (Unpredictable) হচ্ছে। বর্ষায় বৃষ্টি হয় না, শীতকালে বৃষ্টি হয়। এতে ফসল বিন্যাস (Cropping Pattern) প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। আবহাওয়ার সাথে খাপ খায় এমন জাত উদ্ভাবন করতে হচ্ছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর সাথে নানান রোগ দেখা যাচ্ছে।

আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি:

➢ সচেতনতা: নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, ক্লাইমেট চেঞ্জ বাস্তব সত্য ঘটনা, এটা কোনো ফিকশন বা কল্পকাহিনি নয়। যদিও একটি শক্তিধর দেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান ক্লাইমেট চেঞ্জ বাস্তবতাকে নিছক কল্পকাহিনি বলে মনে করেন। তার দলের পূর্বসূরীগণও পরিবেশবিরোধী ছিলেন। তারা Kyoto Protocol-এর সার্বজনীন ঘোষণার ২য় প্রতিশ্রুতিকাল ২০১২-২০২০ হতে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তারা COP-1 হতে শুরু করে COP-25 পর্যন্ত প্রতিটি World Climate Conference এ উত্থাপিত প্রস্তাবনার বিরোধিতা করেছে। অপরদিকে বৃষ্টিহীন কেনিয়ার নাগরিকগণ বাড়িঘর ফেলে নতুন আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। উষ্ণায়নের কারণে বরফ গলা পানিতে মালদ্বীপ রাষ্ট্র অস্তিত্ব বিলোপের ঝুঁকিতে রয়েছে। বায়ু দূষণের কারণে ভারতের দিল্লিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ বাতিল করতে হয়েছে।

➢ বিশ্বাস করতে হবে আমরাই দূষণ করছি। আমাদেরকেই দূষণমুক্ত করতে হবে। আমরাই পারি। এই গতি শতভাগ রোধ করতে না পারলেও এর গতি শ্লথ করতে পারি– গাছ না কেটে ব্যাপক হারে গাছ লাগিয়ে, সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, ফসিল জ্বালানির পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করে। রাস্তা-ঘাটে, জলাশয়ে ময়লা আবর্জনা না ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

➢ কথায় আছে দশের লাঠি একের বোঝা। সরকারের গৃহীত নীতি-কৌশল ছাড়াও প্রতিটি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যদি এই আত্মঘাতি প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং নিজেরা এর চর্চা করে তবেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ❑ (চলবে)

তামাদি ঋণ আদায় দায়ী ব্যক্তি ও দায়-দায়িত্ব নিরূপন প্রেক্ষিত: তামাদি আইন-১৯০৮

মোঃ ইউসুফ মোড়ল
এজিএম
কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট-ইন্টারনাল
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ভূমিকা: তামাদি আইন একটি প্রায়োগিক আইন। এটি সময় নির্দেশক আইন। আদালতে কোনো মামলা দায়ের, কোনো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বা আদালতে কোনো আইনী আবেদন দাখিলের সময়সীমাকে তামাদি আইন নির্দেশ করে। প্রতিকার বা দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে যে আইনী সময়সীমা রয়েছে তা তামাদি আইনের মূলভাষ্য। তামাদি আইন একটি দেওয়ানী আইন। তামাদি আইন হলো শান্তির আইন। এই আইনের ধারা ২৯টি এবং তফসিল ৩টি। ১৯০৮ সালে তামাদি আইন চালু করা হয় এবং বর্তমানে তা বলবৎ রয়েছে। এই আইনে রুজুকৃত মামলা দেওয়ানী আদালতে পরিচালিত হয়। তামাদি শব্দটি একটি আরবী শব্দ, এর ইংরেজি পরিভাষা 'Time Barred' এবং বাংলা পরিভাষা 'দাবি আদায়ের নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম করা'।

ব্যাংক যখন কোনো ঋণ প্রদান করে, তা আদায় করা ব্যাংকের আইনগত অধিকার এবং আইনসঙ্গত দাবি। এ দাবি আদায়ের জন্য যে আইনসঙ্গত সময় রয়েছে তা অতিক্রম করলে উক্ত ঋণ তামাদি আইনে বারিত হবে এবং ঋণটি তামাদি ঋণে পরিণত হবে।

তামাদির সময়কাল গণনা : ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ৩ নম্বর ধারায় বর্ণিত প্রথম তফসিলের ৫৯, ৬১, ৬২ ও ১৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে তামাদির সময়কাল গণনার জন্য নিম্নোক্ত বিধান প্রচলিত রয়েছে:

ক. ঋণের টাকা প্রদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১, অনু: ৫৯)]।

খ. ঋণ হিসাব তামাদিতে বারিত হওয়ার পূর্বে টাকা জমা করার সর্বশেষ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল- ১, অনুঃ ৬১)]।

গ. ঋণ হিসাব বর্ধিতসহ নবায়নের ক্ষেত্রে (Renewal for Enhancement) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক টাকা গ্রহণের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১, অনুঃ ৬২)]।

ঘ. স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে Deed of Registered Mortgage সম্পাদনের তারিখ হতে ১২ (বার) বছর ধারা (৩) (তফসিল-১, অনুঃ ১৩৫)]।

ঋণের প্রাপ্তিস্বীকার: ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ১৯ ধারায় ঋণের প্রাপ্তিস্বীকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান বর্ণিত আছে:

ক. তামাদির সময় পার হওয়ার পূর্বেই ঋণের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে।

খ. তামাদির মেয়াদ পার হওয়ার পর ঋণের প্রাপ্তিস্বীকার আইনত গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ. ঋণের টাকা আদায়ের দাবি যদি তামাদি হয়ে যায় এবং তৎপরবর্তীতে দাবি স্বীকার করা হলে তা ঋণের দাবিকে পুনরুজ্জীবিত করবে না।

ঘ. কোনো দেনাদার বা ঋণগ্রহীতা ৩ (তিন) বছরের অধিক সময় পরে দায়স্বীকার করলে এ ধারার বিধান মোতাবেক দায়স্বীকার বলে পরিগণিত হবে না এবং তামাদি ঋণটি পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে না।

ঋণ তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা দিলে তা তামাদি মুক্ত হবে না: ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ২০(১) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ:

'দেনা পরিশোধের সময় পার হবার আগে অর্থাৎ দেনা তামাদি হয়ে যাবার আগে গ্রাহক যদি কিছু অর্থ মহাজনকে (এক্ষেত্রে ব্যাংক বা ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে) দেনা স্বীকৃতি হিসেবে দেয় এবং ঐ স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর করে দেয় তবে, যে তারিখে অর্থ দেয় হয় সে তারিখ থেকে নতুনভাবে তামাদির হিসাব আরম্ভ হয়।'

উপরোক্ত ধারা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, ঋণহিসাব তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা করলে তা তামাদিমুক্ত হয় না। শাখাব্যবস্থাপকসহ অনেকে মনে করেন যে, ঋণহিসাব তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা করলে বা পরিশোধের অঙ্গীকার করলে তা তামাদিমুক্ত হবে। এ ধরনের কার্যকলাপ এ আইনের ১৯ ও ২০ ধারার সরাসরি লঙ্ঘন ও রীতিসিদ্ধ আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই ব্যাংকারদের এ বিষয়ে সর্বোত্তম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঋণের তামাদিরোধে ব্যাংকারের করণীয়: ঋণ বিতরণ করার পর ঋণের টাকা আদায় করা ব্যাংকারের আইনগত দাবি এবং ব্যাংকারের নৈতিক দায়িত্ব। তামাদি আইনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে ঋণের তামাদিরোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি নিয়মিতভাবে আদায় করা।

২. ঋণের খতিয়ান নিয়মিতভাবে সুষম করা যাতে ঋণ বিতরণ ও জমা দেয়ার তারিখ সহজে গোচরীভূত হয়।

৩. এককালীন পরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে গ্রহীতা টাকা জমা করলে জমার তারিখে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করা।

৪. মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করা।

৫. ঋণ বিতরণের তারিখ বা টাকা জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখকে তামাদি গণনার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা।

৬. ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে সুদারোপ করার সময় তামাদি সময়কাল চিহ্নিত করা এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা।

৭. ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তামাদি আসন্ন ঋণহিসাব গোচরীভূত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে তামাদিমুক্ত করে প্রযোজ্য আইনে মোকদ্দমা দায়ের করা।

৮. ঋণগ্রহীতার সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে আদায়ের মাধ্যমে ঋণহিসাব নিয়মিত রাখা।

ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামার আইনগত ফলাফল: ব্যাংকের ঋণ নিয়মাচারে অংগীকারনামা গ্রহণ করা একটি প্রচলিত নিয়ম। অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গীকারনামা দেওয়া হলেও তা অনেক ঋণগ্রহীতা ভঙ্গ করে থাকে যা breach of contact এর অন্তর্ভুক্ত। এ অঙ্গীকারনামার আইনগত ফলাফল বহাল রাখতে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২৫(৩) ধারা বলে চুক্তিভঙ্গের মামলা করার আবশ্যকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আরসিডি সার্কুলার নং-১৬৮ এবং আরসিডি সার্কুলার নং-৩৬/১১ এর অ্যানেক্সার-(খ) মোতাবেক অঙ্গীকারনামা নেওয়া থাকলে প্রতিকার পাওয়া সহজ হবে।

নিজেকে তামাদির দায় থেকে মুক্ত রাখতে করণীয়: ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে তামাদি সময়কাল চিহ্নিত করা এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা। কোনো ঋণ যাতে তামাদিতে বারিত না হয় সেজন্য সতর্কতার সাথে উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই বা তিন বছরের জন্য ক্ষুদ্র ও কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ ২০/৩০ বছর পরও অনাদায়ী রয়ে গেছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনে এসকল অনাদায়ী ঋণকে তামাদিমুক্ত বলা যায় না। বাস্তবে ভুল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এগুলোকে তামাদিমুক্ত ঋণের সাথে একত্র করে দেখানো হচ্ছে। কিছু কিছু ঋণ প্রাথমিকভাবে সঠিক পন্থায় বিতরণ করা হলেও রাজনৈতিক, ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ায় আদায়ের সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এক্ষেত্রে ব্যাংকারকে যা করতে হবে তা হলো: দায়িত্ব নেয়ার পরপরই স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহায়তায় অস্তিত্বহীন ঋণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এর একটি তালিকা তৈরি করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চেয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা। অনেকক্ষেত্রে এসকল ঋণসমূহ অবলোপন করে দৈনিক কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হলেও তামাদির ঝুঁকি থেকে যায়। একবার এই ঝুঁকি কারো ওপর পতিত হলে পিআরএল বা অবসর গ্রহণের সময় তাকে বিব্রতকর পরিস্থিতি/ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, যা চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মোটেও সুখকর হয় না। ❑

কাজে সবদিক বিবেচনা করার দক্ষতা

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
ব্যবস্থাপক (পিও)
নজিপুর শাখা, নওগাঁ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সবদিক বিবেচনা করে কাজ করা উচিত। এই কথাটি আমরা প্রায়ই শুনি। যারা সবদিক বিবেচনা করে কাজ করতে পারে তাদের পক্ষে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করা সম্ভবপর হয় এবং তাদের সেই কাজ বা প্রজেক্ট দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই হয়। মানুষ অর্জিত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের অজান্তেই এই গুণ শিখতে পারে।

সবদিক বিবেচনা করে কাজ করা কেন প্রয়োজন?

যুগে যুগে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার প্রায়োগিক ফলই আজকের এই সুন্দর পৃথিবী। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশেষ ৫০-৬০ বছরে তথ্য-প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বোপরি মানুষের জীবনমানের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার পরিমাণ নাকি পৃথিবীর বাকি সময়কালের সমষ্টির চেয়েও অনেক বেশি। মানুষ এখন যেমন সাবধানি, তেমনি রিস্ক টেকারও এবং কৃতকর্মে সর্বোচ্চ ফলপিপাসু। মানুষ এগিয়ে চলছে সম্ভাব্য সকল সমস্যা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি পরিমাপ করেই। কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে যেমন ঋতু বা সময়কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ সেই শস্য বা পণ্যের সঠিক সংরক্ষণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ। ফলে উৎপাদনে প্রকৃতির আচরণ বুঝা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাজারকে বুঝে ওঠা, পণ্যের চাহিদা, বাজারের মানুষকে বুঝা বা বিদ্যমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, দেখেশুনে পা বাড়াও, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

বেশির ভাগ মানুষের একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা বা থিংকিং প্যাটার্ন থাকে। পারিবারিক অবস্থা, বেড়ে ওঠা, অর্জিত শিক্ষা ইত্যাদির কারণে একেক জনের চিন্তাধারা একেক রকম হয়ে থাকে। কেউ হয়তো বেশি আশাবাদী, কেউ হয়তো বেশি সাবধানি, কেউ হয়তো কোনো বিষয়ে বেশি আক্রমণাত্মক কেউ বা আবার বেশি রক্ষণাত্মক। সবগুলো থিংকিং প্যাটার্নের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। একটি সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারলে সঠিক সমাধান বের হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। সাধারণত পদস্থ কর্মকর্তা ও সফল ব্যবস্থাপকের মাঝে এই গুণাগুণ বেশি বিরাজ করে।

সিক্স হ্যাট টেকনিক:

লেখক এডওয়ার্ড ডি বোনো মানুষের চিন্তাধারাকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। এবং প্রতিটি প্যাটার্নকে আলাদা আলাদা হ্যাট বা টুপির সাহায্যে চিহ্নিত করেছেন। আলাদা আলাদা রঙের টুপি আলাদা আলাদা থিংকিং প্যাটার্নের চিহ্ন।

১) **হোয়াইট হ্যাট:** হোয়াইট হ্যাট বা সাদা টুপি টেকনিকে চিন্তা করার সময়ে শুধুই তথ্য আর পরিসংখ্যানে ফোকাস করতে হবে এবং সবকিছু ২+২=৪ লজিকে ফেলে চিন্তা করতে হবে। যুক্তি বা তথ্যের বাইরে কোনো চিন্তা করা যাবে না। পরিসংখ্যান যেটা বলবে সেটাকেই ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গত ২ বছর যাবৎ ১৫% হারে প্রাতিষ্ঠানিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে আগামী বছরও তেমনটা হবে ধরে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে হবে।

২) **রেড হ্যাট:** রেড হ্যাট বা লাল টুপি পর্যায়ে তথ্য উপাত্তের পরিবর্তে ইমোশন বা আবেগ দিয়ে চিন্তা করতে হবে। মন কি বলছে, ভাবতে গিয়ে কেমন অনুভূতি হচ্ছে– এটার উপর জোর দিতে হবে। খারাপ লাগা, ভালো লাগা, আনন্দ, বেদনা, রাগ সব ধরনের অনুভূতিকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

৩) **ইয়েলো হ্যাট:** ইয়েলো হ্যাট বা হলুদ টুপি হলো পজিটিভ চিন্তা করার ধাপ। যে কোনো বিষয়ে আশাবাদী হয়ে তাকাতে হবে এবং সেটির সব ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করতে হবে। যদি নেগেটিভ দিক ধরাও পড়ে তা আপাতত এড়িয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমে একটি আইডিয়া বা প্রজেক্টের সম্ভাবনাগুলো সামনে চলে আসবে।

৪) **ব্ল্যাক হ্যাট:** ব্ল্যাক হ্যাট বা কালো টুপি হলো ইয়েলো হ্যাটের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ এটি হলো নেগেটিভ চিন্তা করার ধাপ। আইডিয়াটি বা প্রকল্পটি কেন সফল হবে না, কোন কাজ করলে কি ক্ষতি হতে পারে, ক্ষতির পরিমাণ কেমন হতে পারে এসব বিষয়ে ফোকাস করতে হবে। অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল খারাপ দিকগুলি ফোকাস করতে হবে। এর মাধ্যমে আইডিয়া বা প্রজেক্ট এর ঝুঁকিগুলো নির্ণয় করা যাবে।

৫) **গ্রিন হ্যাট:** গ্রিন হ্যাট বা সবুজ টুপি সৃষ্টিশীলতা ও পরীক্ষামূলক চিন্তার চিহ্ন। যে কোনো সমস্যা বা বিষয়ে সমাধানে নতুন আইডিয়ার প্রয়োগ কিভাবে করা যায় তা নিয়ে কাজ করাই গ্রিন হ্যাট মেথড। এক্ষেত্রে সরলরৈখিক চিন্তার পরিবর্তে একটু অলটারনেটিভ থিংকিং বা যাকে বলে 'Thinking Outside the Box' ভাবনাকে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন: নওগাঁ জেলার বৃহত্তর সাপাহার উপজেলায় বা এই অঞ্চলে আমের খুব ভালো চাষ বা ফলন হচ্ছে কিন্তু আমের মৌসুমে চাষীরা ভালো দাম পাচ্ছে না। ফলে কোনো কোনো চাষী আমের জমিতেই মাল্টা, ড্রাগন ফল বা পেয়ারার সমন্বিত চাষের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেছেন। এটাও একটি নতুন আইডিয়া।

৬) **ব্লু হ্যাট:** ব্লু হ্যাট বা নীল টুপি হল শেষ ধাপ। এই ধাপে অন্য সব ধাপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অর্থাৎ পরিসংখ্যান কি বলে, অধিকাংশের অনুভূতি কি বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, প্রকল্পের সম্ভাবনা, সম্ভাব্য সকল ঝুঁকি বিবেচনা করা এবং সৃষ্টিশীল চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এভাবে কোনো কাজ বা প্রজেক্ট শুরু করলে তাতে সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

এই পদ্ধতির সাহায্যে ছোট, মাঝারি বা বড় যে কোনো প্রজেক্ট চালুকরণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সক্ষমতা যাচাই এবং লগ্নীকৃত বা বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আনার সম্ভাবনা যাচাইয়েও গুরুত্বপূর্ণ টুল্‌স হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ❑

ডা. সাহিদা আখতার

ডা. সাহিদা আখতারের মৃত্যুতে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের শোক প্রকাশ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের স্ত্রী অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতারের মৃত্যুতে ৪ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৬৬৫তম সভায় শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান শোকবার্তায় আন্তরিক দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ বলেন, ডা. সাহিদা আখতারের মৃত্যুতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। প্রসঙ্গত, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ডা. সাহিদা আখতার গত ১ মে ২০২১ তারিখে ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২৮ মে ২০২১ তারিখে স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদের ৫ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেক কেটে উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আব্দুল জব্বার। স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাব্বির আহমেদ শিমুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল-উল আলম ব্যাকুল।

কর্মহীন ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ

স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রাতিষ্ঠানিক কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মিজানুর রহমানের উদ্যোগে এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ-এর উপস্থিতিতে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর রোডে করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত কর্মহীন ও অসহায় গরিব মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। এসময় সংগঠনের আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, মোঃ রেজা ফরহাদ, টিপু, মাহবুব, কাইয়ুম ইকবাল, রুবায়েত মাহমুদ, ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী হাসান রুবেলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রান্তিক কৃষকের ফসল সংগ্রহ সহায়তায় জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় গরিব কৃষকদের ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি গত ২২ মে ২০১৯ তারিখে পাকা ধান কেটে দেওয়ার সাথেও যুক্ত হয়েছেন জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ। ধান কাটার সময় হলে শ্রমিকের অভাবে সময়মতো তা সংগ্রহ করতে না পারলে অনেক কৃষকের ধান ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জের পক্ষ থেকে এমন একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরিয়া ইনচার্জ মোঃ জাহিদুল আলমের নেতৃত্বে ফসল সংগ্রহ কর্মসূচিতে বিভিন্ন শাখার প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে জারীকৃত লকডাউনের কারণে শ্রমিক সংকটে ধানকাটা নিয়ে যখন দুশ্চিন্তায় ছিলেন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার নুনেরটেক গ্রামের কৃষক জিলানী, ঠিক তখনই তার পাশে এসে দাঁড়ান স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ জনতা ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটের একদল নেতা-কর্মী। ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে তারা কৃষক জিলানীর পাকা ধান স্বেচ্ছাশ্রমে কেটে দেন। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফ-উল আলমের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি দল ধানকাটা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় কৃষকগণ এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

প্রেসক্রিপশন

করোনা থেকে জীবনে

ডাঃ মোঃ নুরুল হক খান
চিফ মেডিক্যাল অফিসার
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক ও জটিল আকার ধারণ করছে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে শনাক্ত ও মৃত্যুহার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে, যা সীমান্ত এলাকা থেকে ক্রমশ মূল ভূখণ্ডে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে। এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, আক্রান্তের অধিকাংশই ভারতীয় বা ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট।

ভাইরাস ক্রমাগত নিজের রূপান্তর ঘটায়। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত নতুন রূপে মূল ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনে পরিবর্তন ঘটে নতুন ভ্যারিয়েন্টে রূপান্তর ঘটছে, যার তীব্রতা অনেক বেশি এবং দ্রুত ও সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভারত থেকে রূপান্তরিত এই ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট আমাদের দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আশঙ্কাজনক হারে।

ডেল্টা ধরনটি রোগীকে দ্রুত কাবু করে ফেলতে পারে; যার জন্য দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। টিকা নেওয়া থাকলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই ভাইরাস চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, যাতে রোগের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। আক্রান্তের হার বাড়লেও তীব্রতা নিয়ন্ত্রণে থাকায় সবার আইসিইউ বা অক্সিজেনের দরকার না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সকল ভ্যারিয়েন্ট প্রতিরোধের জন্যই সকল প্রকার আবিষ্কৃত টিকা নানান মাত্রায় কার্যকর।

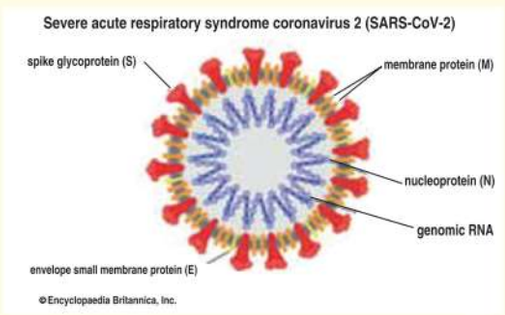

সকল নাগরিককে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার জন্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। টিকা নিতে সামান্য দেরি হলেও অন্তত কয়েকটি কাজ আমরা সঠিকভাবে করতে পারলে ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপদ থাকতে পারবো:

১. যখন আপনার পাশে অন্য লোকজন থাকে, আপনি সঠিকভাবে মাস্ক পরে থাকুন যাতে নাক মুখ ও থুতনি যথাযথভাবে আবৃত থাকে। মাস্কের চারপাশ ভালোভাবে যাতে মুখের সাথে আটকে থাকে, কোনো লিকেজ না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকুন। অন্যের সামনে কোনোক্রমেই মাস্ক খুলবেন না। মাস্ক খুলে একসাথে খাবেন না। খাবার সময় মুখোমুখি না বসে দূরত্ব বজায় রেখে খেতে হবে।
২. অন্যের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকুন। সামনা-সামনি না থেকে পাশে থেকে কথা বলুন। মাস্কবিহীন কারো সঙ্গে আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকুন।
৩. আবদ্ধ মার্কেট পরিহার করে উন্মুক্ত মার্কেটে দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করুন।
৪. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। নিয়মিত হাত স্যানিটাইজড করুন।
৫. সঠিক পদ্ধতিতে মাস্ক পরুন।
৬. পরিবারের ও কর্মস্থলের সদস্যদের স্বাস্থ্যসচেতন করুন।
৭. সরকার নির্দেশিত অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ঐতিহাসিক ৭ জুন

জেসমীন আরা
ডিজিএম
আরপিএসডি
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুসৃত হতে থাকে বৈষম্যমূলক নীতি। এর ফলে পূর্ব বাঙলার জনগণকে পুনর্বার নিপতিত হতে হয় শাসন-শোষণের গহ্বরে। তাদেরকে বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে উত্থাপিত হয় বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা:

১. সংসদীয় ফেডারেটিভ সরকার কাঠামো।
২. দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রদেশের ক্ষমতায়ন।
৩. পৃথক মুদ্রা বা অর্থবিষয়ক নয়া নীতি।
৪. অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্যে অঙ্গরাষ্ট্রের অধিকার।
৬. আঞ্চলিক প্যারামিলিটারি গঠন (এখানে এমন একটি রূপরেখা উত্থাপন করা হয়, যা শাসকগোষ্ঠীকে শংকিত করে তোলে)।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে আয়োজিত বিরোধী দলীয় সভায় উত্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ছিল আদতে স্বাধীনতারই নামান্তর। এতে প্রদেশগুলোকে যেমন শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছিল তেমনি শিথিল করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার বুনিয়াদ। ৬ দফা প্রকাশিত হলে চারদিকে ব্যাপক হৈ চৈ পড়ে যায়। দাবিটিকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার ও রক্ষণশীলরা এর বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব বাঙলার জনগণের সমর্থন আদায়ের নিমিত্তে ৬ দফা কর্মসূচিটি পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে সারা দেশে বিলি করা হয়। একই সাথে ২০ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু দেশব্যাপী জনসংযোগ শুরু করেন। এ সময় ৩৫ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ৬ দফার গুরুত্ব-তাৎপর্য তুলে ধরেন।

এ পর্যায়ে বেশ কয়েকবার তিনি গ্রেফতারও হন। অতঃপর ৬ দফার নামে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে ৮ মে ১৯৬৬ সালে দীর্ঘ সময়ের জন্য বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ৬ দফা আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য এ সময় তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন হাজার নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু ও রাজবন্দীদের মুক্তিসহ ৬ দফা দাবি আদায়ের নিমিত্তে ১৩ মে ১৯৬৬ সালে পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জনসভায় ৭ জুন হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেদিন সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মজুর রাজপথে নেমে এলে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর গুলিতে ১১ জন বিক্ষোভকারী শহীদ হন। এদের অন্যতম ছিলেন তেজগাঁও শিল্প এলাকার শহীদ মনু মিয়া। এদিনের হত্যাযজ্ঞের পর সারা দেশ দাবানলের মতো উত্তাল হয়ে ওঠে। বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা আন্দোলন হয়ে ওঠে আরও গতিশীল-প্রসারিত। অতঃপর মহান শহীদদের স্মরণার্থে ৭ জুন ৬ দফা দিবস ঘোষিত হলে আজ অবধি দিনটি ৬ দফা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ❑

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী

মোঃ হারুনুর রশীদ

আবদুল মান্নান

মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার

জিয়াউর রহমান খন্দকার

মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ

মোঃ হাবিবুর রহমান

জনতা ব্যাংক ও ইউজিসির মধ্যে গৃহনির্মাণ ঋণ চুক্তি

১০ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ইউজিসি ভবন কর্পোরেট শাখার মধ্যে কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদী হোলসেল রিভলভিং সাধারণ গৃহনির্মাণে ১০০ কোটি টাকার একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় ইউজিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে জমি ও ফ্ল্যাট কিনতে ২০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। কমিশনের সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. ফেরদৌস জামান এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ইউজিসি ভবন কর্পোরেট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সাজ্জাদ হোসেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২০ বছর মেয়াদী সরল সুদে সহজ কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করা যাবে। ঋণ গ্রহণের ছয় মাস পর থেকে এর কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীরের সভাপতিত্বে চুক্তিপত্র, সমঝোতা স্মারক এবং Memorandum of Deposit of Cheque চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. আবু তাহের, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক আবদুর রব খান এবং এরিয়া অফিস ঢাকা-পশ্চিমের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রুহুল কবির। অনুষ্ঠানে ইউজিসি ও জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক অফিসারদের উদ্যোগে কর্মহীন ২৫০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

জনতা ব্যাংক স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ খুলনার ফুলতলা থানার তিনটি ইউনিয়নের কর্মহীন অসহায় ২৫০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে। খুলনার খানজাহান আলী মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী। এ সময় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্যোক্তা ও পরামর্শক এবং স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। ত্রাণ বিতরণকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক অরূণ প্রকাশ বিশ্বাস, এরিয়া ইনচার্জ মোঃ মিজানুর রহমান, দামোদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরীফ মোহাম্মদ ভূঁইয়া শিপলু, খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রবীর কুমার বিশ্বাস ও স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ জনতা ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ-উল আলম ব্যাকুলসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীবৃন্দ।

সাফল্যগাঁথা

এইচএসসি ২০২০-এ আরও গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেল যারা

তথ্যাদি	ছবি
নাম : তাইয়্যিবা তাসনীম পূর্বা পিতা : খন্দকার ফরিদ আহমেদ, এজিএম ময়মনসিংহ কর্পোরেট শাখা, ময়মনসিংহ মাতা : আফিয়া আইরিন কলেজ : মমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।	
নাম : ফাইরুজ আফনান ন্যান্সি মাতা : মমতাজ বেগম চৌধুরী, এজিএম রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-২, প্রধান কার্যালয় পিতা : মোঃ আব্দুল খালেক তালুকদার কলেজ : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা।	
নাম : প্রমিতা বর্মন পিতা : রঞ্জন বর্মন, এসপিও এরিয়া অফিস, কিশোরগঞ্জ মাতা : শান্তনা রানী দাশ কলেজ : সরকারি গুরুদয়াল কলেজ কিশোরগঞ্জ।	
নাম : সাদী মোঃ ইমতিয়াজ পিতা : মোঃ আবু হানিফ, এসও কুমিল্লা কর্পোরেট শাখা, কুমিল্লা-দক্ষিণ মাতা : নাঈমা সুলতানা কলেজ : আলেকজান মেমোরিয়াল হাইস্কুল এন্ড কলেজ কুমিল্লা।	
নাম : উম্মে সালমা পিতা : মোহাম্মদ আলী ভূঞা, এসও এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-উত্তর মাতা : মাকবুলা আক্তার কলেজ : কুমিল্লা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।	
নাম : মোঃ আযহার কবির পিতা : মোঃ হুমায়ুন কবির, এসও কুমিল্লা কর্পোরেট শাখা, কুমিল্লা-দক্ষিণ মাতা : নাসরিন সাঈদ কলেজ : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কুমিল্লা।	
নাম : শাহিদীন আহমেদ তিয়াস পিতা : মোঃ আনোয়ার হোসেন, অফিসার ময়মনসিংহ কর্পোরেট শাখা, ময়মনসিংহ মাতা : কামরুন নাহার কলেজ : আনন্দমোহন সরকারি কলেজ ময়মনসিংহ।	

তথ্যাদি	ছবি
নাম : মুবতাসিম শাহরিয়ার পিতা : মোহাম্মদ শাহজাহান, এজিএম এআইডি-কর্পোরেট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা : মরিয়ম খাতুন কলেজ : নটরডেম কলেজ, ঢাকা।	
নাম : মোঃ মাহফুজ হাসান চৌধুরী মাতা : ফেরদৌসী আক্তার, এসপিও এরিয়া অফিস, কুমিল্লা পিতা : মোঃ হাসান আসিফ চৌধুরী কলেজ : কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ কুমিল্লা।	
নাম : আইরিন আক্তার শান্তনা পিতা : মোঃ আলমগীর, এসও জাফরগঞ্জ শাখা, কুমিল্লা-উত্তর মাতা : হাছিনা বেগম কলেজ : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কুমিল্লা।	
নাম : অনামিকা সরকার অর্নি পিতা : শ্যামল চন্দ্র সরকার, এসও ময়মনসিংহ কর্পোরেট শাখা, ময়মনসিংহ মাতা : দুলালি রানী দেব কলেজ : মমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।	
নাম : নাবিল বিন কাশেম মাতা : নাজনীন আক্তার বেগম, এসও ধর্মপুর শাখা, কুমিল্লা-দক্ষিণ পিতা : মোঃ আবুল কাশেম কলেজ : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কুমিল্লা।	
নাম : নুসরাত জাহান নিশা পিতা : মোঃ সামীমুর রহমান, এসও স্টেশন রোড শাখা, ফরিদপুর মাতা : সাবিনা ইয়াসমিন কলেজ : সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ ফরিদপুর।	
নাম : জেবিন আক্তার তিথি পিতা : মোঃ জহিরুল ইসলাম এ্যাসিসটেন্ট অফিসার গ্রেড-১-টেলর শেরপুর কর্পোরেট শাখা, শেরপুর মাতা : শাহিনূর আক্তার কলেজ : শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ ময়মনসিংহ।	

হারিয়েছি যাদের

এপ্রিল-জুন ২০২১ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবি : মোঃ আখতারুজ্জামান, এসও
যোগদান তারিখ : ০৮.০১.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ০৬.০৪.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, বগুড়া।

নাম ও পদবি : মোঃ মোখলেছুর রহমান, এসও
যোগদান তারিখ : ০১.০৭.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ০৮.০৪.২০২১
শেষ কর্মস্থল : ডিভিশনাল অফিস, ঢাকা-দক্ষিণ, ঢাকা।

নাম ও পদবি : মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার, ডিজিএম
যোগদান তারিখ : ২০.০২.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ১৫.০৪.২০২১
শেষ কর্মস্থল : ডিভিশনাল অফিস, ঢাকা-উত্তর, ঢাকা।

নাম ও পদবি : মোঃ ইকবাল, এসও
যোগদান তারিখ : ৩১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৪.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণ, কুমিল্লা।

নাম ও পদবি : মোঃ শাহ আলম, এসও
যোগদান তারিখ : ৩০.০৮.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ২২.০৫.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ফেনী।

নাম ও পদবি : কাজি ইফতেখার আহমেদ, এজিএম
যোগদান তারিখ : ০৩.০৪.১৯৯৩
মৃত্যু তারিখ : ২৪.০৫.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নাম ও পদবি : মোঃ মিজানুর রহমান, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২৭.০৫.২০২১
শেষ কর্মস্থল : সাতপাড় শাখা, গোপালগঞ্জ।

নাম ও পদবি : মোঃ আরিফুল ইসলাম, এসপিও
যোগদান তারিখ : ১৫.১০.২০০৮
মৃত্যু তারিখ : ১৩.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : শৈলকুপা শাখা, ঝিনাইদহ।

নাম ও পদবি : নুসরাত জাহান, এসও
যোগদান তারিখ : ০৯.১০.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ১৯.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : মোহাম্মদপুর কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবি : শেখ মোঃ সেলিম, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : ফরিদপুর কর্পোরেট শাখা, ফরিদপুর।

নাম ও পদবি : মোঃ জহিরুল ইসলাম, এসও
যোগদান তারিখ : ১৮.১০.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৪.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : মগবাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবি : মোঃ গোলাম কিবরিয়া, এসও
যোগদান তারিখ : ১৯.০৯.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ২৫.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ।

নাম ও পদবি : ক্ষিরোদ চন্দ্র বিশ্বাস, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২৮.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়া।

নাম ও পদবি : জাহিদুল ইসলাম, কেয়ারটেকার (পিয়ন)
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ২৯.০৬.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ঝিনাইদহ।

শাখা স্থানান্তর

এপ্রিল-জুন ২০২১
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. বড়লেখা শাখা, মৌলভীবাজার ভবনের নাম: গণি ভবন ওয়ার্ড নম্বর : ০৮, পৌরসভা: বড়লেখা ডাকঘর: বড়লেখা, থানা: বড়লেখা জেলা: মৌলভীবাজার, ভবন মালিক: আব্দুল করিম ও আব্দুল রহিম	১. বড়লেখা শাখা, মৌলভীবাজার ভবনের নাম: হাজী মাসুদ আলী ট্রেড সেন্টার সড়ক: হাজীগঞ্জ বাজার প্রধান সড়ক ওয়ার্ড নম্বর : ০৮, পৌরসভা: বড়লেখা ডাকঘর: বড়লেখা, থানা: বড়লেখা জেলা: মৌলভীবাজার, ভবন মালিক: তবারক আলী গং স্থানান্তরের তারিখ: ৩১ মার্চ ২০২১
২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা ভবনের নাম: ডরমেটরী বিল্ডিং সড়ক: ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড ওয়ার্ড নম্বর : ৩৫ সিটি কর্পোরেশন: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: বাউবি থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর ভবন মালিক: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	২. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা ভবনের নাম: অডিটরিয়াম কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন সড়ক: ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড ওয়ার্ড নম্বর : ৩৫ সিটি কর্পোরেশন: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: বাউবি থানা: গাজীপুর সদর, জেলা: গাজীপুর ভবন মালিক: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের তারিখ: ১১ এপ্রিল ২০২১
৩. রায়পুর শাখা, লক্ষ্মীপুর ভবনের নাম: হায়দার কমপ্লেক্স সড়ক: উপজেলা পরিষদ রোড হোল্ডিং নম্বর : ৪০৩, ওয়ার্ড নম্বর: ০৩ পৌরসভা: রায়পুর, ডাকঘর: রায়পুর থানা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর ভবন মালিক: মোঃ আলী হায়দার পাটোয়ারী ও মোঃ আবদুর রহমান	৩. রায়পুর শাখা, লক্ষ্মীপুর ভবনের নাম: চিত্তরঞ্জন সাহার বিল্ডিং সড়ক: গোডাউন রোড হোল্ডিং নম্বর : ৬৩৩, ওয়ার্ড নম্বর: ০৩ পৌরসভা: রায়পুর, ডাকঘর: রায়পুর থানা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর স্থানান্তরের তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০২১
৪. জুবিলী রোড শাখা, চট্টগ্রাম ভবনের নাম: তাজ মেশিনারী মার্কেট সড়ক: জুবিলী রোড সড়ক হোল্ডিং নম্বর : ২৩৪, ওয়ার্ড নম্বর: ২২ সিটি কর্পোরেশন: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: জিপিও-৪০০০ থানা: কোতোয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম ভবন মালিক: মিসেস আঞ্জুমান আরা ও মিসেস খোরশেদ আক্তার	৪. জুবিলী রোড শাখা, চট্টগ্রাম ভবনের নাম: হাজী টাওয়ার সড়ক: জুবিলী রোড সড়ক হোল্ডিং নম্বর : ১৫২, ওয়ার্ড নম্বর: ২২ সিটি কর্পোরেশন: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: জিপিও-৪০০০ থানা: কোতোয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম ভবন মালিক: মোঃ আবুল কাশেম স্থানান্তরের তারিখ: ০২ মে ২০২১
৫. ছেংগারচর বাজার শাখা, চাঁদপুর ভবনের নাম: নেই সড়ক: থানা রোড হোল্ডিং নম্বর : ১৯৩, ওয়ার্ড নম্বর: ১ পৌরসভা: ছেংগারচর ডাকঘর: ছেংগারচর বাজার থানা: মতলব উত্তর জেলা: চাঁদপুর ভবন মালিক: মোঃ আমান উল্লা গং	৫. ছেংগারচর বাজার শাখা, চাঁদপুর ভবনের নাম: নেই সড়ক: থানা রোড হোল্ডিং নম্বর : ১৮০, ওয়ার্ড নম্বর: ১ পৌরসভা: ছেংগারচর ডাকঘর: ছেংগারচর বাজার থানা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর ভবন মালিক: জহিরুল আলম গং স্থানান্তরের তারিখ: ৩০ মে ২০২১
৬. শ্যামপুর শাখা, রংপুর ভবনের নাম: নেই গ্রাম/এলাকা: শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড ইউনিয়ন: গোপালপুর ডাকঘর: শ্যামপুর থানা: বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর ভবন মালিক: শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেড	৬. শ্যামপুর শাখা, রংপুর ভবনের নাম: জামাই প্লাজা গ্রাম/এলাকা: শ্যামপুর রেলওয়ে স্টেশন বাজার ইউনিয়ন: গোপালপুর, ডাকঘর: শ্যামপুর থানা: বদরগঞ্জ, জেলা: রংপুর ভবন মালিক: মেহফুজ উল সহিদ স্থানান্তরের তারিখ: ৩০ মে ২০২১
৭. গল্লামারী শাখা, খুলনা ভবনের নাম: হাজী ম্যানশন সড়ক: শের এ বাংলা রোড, খুলনা হোল্ডিং নম্বর : ২৭২, ওয়ার্ড নম্বর: ২৬ সিটি কর্পোরেশন: খুলনা সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: খুলনা-৯১০০ থানা: সোনাডাঙ্গা জেলা: খুলনা ভবন মালিক: শেখ আবুল হোসেন	৭. নিরালা শাখা, খুলনা ভবনের নাম: জলী প্লাজা সড়ক: নিরালা আবাসিক এলাকা সড়ক নম্বর: ০১, হোল্ডিং নম্বর : সি/১০ ওয়ার্ড নম্বর: ২৪ সিটি কর্পোরেশন: খুলনা সিটি কর্পোরেশন ডাকঘর: খুলনা-৯১০০ থানা: খুলনা সদর, জেলা: খুলনা ভবন মালিক: মিসেস পারভীন আক্তার জলী গং স্থানান্তরের তারিখ: ২৭ জুন ২০২১

লেখা আহবান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের অবসর ও মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ bulletin@janatabank-bd.com, rps@janatabank-bd.com *এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।*

জনতা এক্সচেঞ্জ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল, ইতালির বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্যান্যের সাথে যুক্ত রয়েছেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল, ইতালির বার্ষিক সাধারণ সভা ১৩ এপ্রিল ২০২১ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। জনতা ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান হিসেবে সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল, ইতালির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ আলী হোসেনের সভাপতিত্বে ডিরেক্টর মানস মিত্র, বোর্ড অব অডিটরস-এর চেয়ারম্যান ড. রিকার্ডো জিরোলামি, লিগ্যাল অডিটর ড. মারকো রেবনাবেই, কমার্শিয়ালিস্ট স্টেফানো সিরোক্কি এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

সভায় কোম্পানির ২০২০ সালের আর্থিক বিবরণীসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। সভায় করোনাকালীন সংকটের মধ্যেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবসা পরিচালনা, ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২১ সালের শেষ প্রান্তিকে ব্যবসা সম্প্রসারণ, বহুমুখীকরণ এবং কোম্পানির সার্বিক অগ্রযাত্রায় আরও গতিশীল নেতৃত্ব প্রদান ও কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আহ্বান জানানো হয়।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত : বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক পণ্য ও সেবাসমূহ

বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক পণ্য ও সেবা প্রদান, তথ্য ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নে অনলাইন গ্রাহকসেবা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে জনতা ব্যাংক দেশের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে গর্বিত অবস্থানে রয়েছে। ২০২০ সাল শেষে এ ব্যাংক ১ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদের ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ৮২ হাজার কোটি টাকার আমানত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনস্ অনুসরণ করে দেশের বাইরে ৪টি শাখাসহ মোট ৯১৭টি শাখার মাধ্যমে জনতা ব্যাংক শ্রেণিবিশেষ সকল গ্রাহকদের নিরলস সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের সকল শাখায় এ ব্যাংকের গ্রাহকগণ অনলাইন লেনদেন সম্পাদন করতে পারছেন খুব সহজেই। লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবেই এসএমএস-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক লেনদেনের তথ্য জানতে পারছেন। গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক ব্যাপক পরিসরে আমানতি ও ঋণ-সুবিধা প্রদান করছে। জনতা ব্যাংকের সমৃদ্ধ পণ্যের ভাণ্ডারে স্কুল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে রয়েছে চলতি, সঞ্চয়ী, স্থায়ী হিসাবসহ বিভিন্ন প্রকার মাসিক আমানত স্কিম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ভোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা ঋণ, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ ঋণ, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, এটিএম, অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, সকল ধরনের রেমিট্যান্স সেবা, ট্রেজারি চালানের টাকা গ্রহণ, সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, কর্পোরেট স্ট্রাকচার্ড ফাইন্যান্স, বিনিয়োগ ব্যাংকিং, প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ পণ্য ও সেবা, সরকারি ভাতা প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরিক্ষার ফিস গ্রহণসহ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত অন্যান্য সেবাসমূহ।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উল্লেখযোগ্য পণ্য ও সেবাসমূহ:

আমানত
- চলতি হিসাব
- সঞ্চয়ী হিসাব
- স্পেশাল নোটিশ ডিপোজিট
- স্থায়ী আমানত
- অনিবাসী পেনশন স্কিম (এনআরপিএস)
- জনতা হজ্জ ডিপোজিট স্কিম
- জনতা ডিপোজিট স্কিম (জেডিএস)
- জনতা ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং সঞ্চয়ী কার্যক্রম
- জনতা ব্যাংক নারী কল্যাণ সঞ্চয় প্রকল্প

ঋণ ও অগ্রিম
- কৃষি ঋণ
- চলতি মূলধন ঋণ
- গ্রিন ফাইন্যান্সিং
- পল্লী ঋণ
- কাঁচা চামড়া ক্রয়-বিক্রয়
- জনতা ব্যাংক লিমিটেড কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ঋণ
- জনতা ব্যাংক লিমিটেড একক গৃহ নির্মাণ ঋণ ও অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় ঋণ
- কনজ্যুমারস ফাইন্যান্সিং
- শিক্ষা ঋণ
- জনতাকেয়ার-স্বাস্থ্যসেবা ঋণ
- জনতাসাপোর্ট-পেনশনভোগীদের জন্য বিশেষ ঋণ
- বিশেষায়িত ঋণ (মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারীবান্ধব স্কুটার ঋণ, তাঁত ঋণ ইত্যাদি)
- বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য ঋণ কর্মসূচি

ই-সার্ভিস
- ATM
- Automated Branch Banking
- BEFTN
- RTGS
- Treasury Chalan
- Green Banking
- e-GP Payment Service

মডার্ন ব্যাংকিং
- Online Banking
- JB Remittance
- JB Pin Cash
- Debit Card
- Credit Card
- JBOne
- JBAIMS
- House Building/ Flat Loan for Govt. Employee
- Janata Bank Apps

জনতা ব্যাংকের রয়েছে নিজস্ব আইটি কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবিত Janata Bank নামের একটি গ্রাহকবান্ধব সফটওয়ার অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ খুব সহজেই জনতা ব্যাংকের সকল শাখা, এটিএম বুথের অবস্থান, মোবাইল নং ও ই-মেইল অ্যাড্রেস খুঁজে পেতে পারেন। করোনাকালীন সরকারি আর্থিক প্রণোদনা প্রদানসহ সার্বক্ষণিক সেবাদান চলমান রেখে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে শুরু থেকেই এগিয়ে রয়েছে জনতা ব্যাংক। এর ধারাবাহিকতায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড দেশ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উষাতন চাকমা, এসও, আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বিসমিল্লাহ প্রিন্টার্স, ১৮৮ ফকিরাপুল, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ